প্রথম আলো

তারিখ ... 12 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বইয়ের আড়ত বাংলাবাজারে গেলে খুচরা বিক্রেতা জন্য দায়ী সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান • ছবি : প্রথম আলো

সংকট দেখতে বাংলাবাজারে শিক্ষামন্ত্রী
বই ছাপা উন্মুক্ত করেছে এনসিটিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক •

মাধ্যমিকের বইয়ের সংকট পরিস্থিতি দেখতে গতকাল রোববার সরেজমিন বাংলাবাজার গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় মন্ত্রীর কাছে বই সংকট তৈরির জন্য দায়ী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করার দাবি তোলা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন, 'সরকার সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়েছে। বই নিয়ে কী ধরনের অনিয়ম হয়েছে এবং দায়দায়িত্ব কার ও কতটুকু তা নিরূপণ করে খুব শিগগির আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে সংকট মোকাবিলায় বই ছাপা উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ এবং বই ছাপার সঙ্গে জড়িত তিনটি সমিতির নেতাদের সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মছির উদ্দিন বলেন, প্রতিটি বইয়ের পাঁচ লাখ কপি ছাপা হবে। এই হিসেবে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের ১৪টি বইয়ের ৭০ লাখ কপি ছাপা হবে। বই ছাপার সঙ্গে জড়িত তিন সমিতির ৪২টি প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি করে এই কাজ করবে।

সমিতির কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন, আজ সোমবার থেকে প্রায় ৩০ লাখ কপি বই ছাপা শুরু হবে এবং তিন দিনের মধ্যে এসব বই বাজারে আসবে। এর পরও চাহিদা থাকলে আরও ৪০ লাখ বই ছাপা হবে।

মাধ্যমিকের বই সংকট পরিস্থিতি দেখতে শিক্ষামন্ত্রী গতকাল বইয়ের সর্ববৃহৎ বাজার বাংলাবাজারে গিয়েছিলেন। এ সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী ও কিছু ব্যবসায়ী তাঁকে অভিনন্দন জানান। এর পাশাপাশি খুচরা বিক্রেতাসহ ক্ষুদ্র বই ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ করে বই সংকটের জন্য দায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। এ সময় বাংলাবাজারের প্রবেশপথে প্রচণ্ড ভিড় ও হট্টগোল হয়। বাংলাবাজারে ট্যালেন্ট পাবলিশার্সের সামনে মন্ত্রীকে ঘিরে বিপুলসংখ্যক মানুষ ভিড় করে। ভুক্তভোগী খুচরা বিক্রেতারা অভিযোগ করেন, একদিকে সিন্ডিকেট এবং আরেকদিকে দালালেরা বইয়ের সংকট তৈরি করেছে। তারা বই মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরিরও অভিযোগ তোলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তা গতকাল বইয়ের সিংহভাগ ছাপার সঙ্গে জড়িত দুজন ব্যবসায়ী এস এম মোহসীন ও আবুল কালাম স্বপনের কাছে বই ছাপার অগ্রগতি এবং সংকট সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু তাঁদের জবাবে এসব কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হননি। এ ছাড়া সরকার প্রকাশনী নামে একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাগজপত্রে এক রকম এবং বাস্তবে আরেক রকম কমিশন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। প্রতিষ্ঠানটি বই গুদামজাত করে সংকট তৈরি করেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তারা ওই প্রতিষ্ঠানের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির পক্ষ থেকে সিন্ডিকেট চিহ্নিত করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংকট মোকাবিলা করার পাশাপাশি দায়দায়িত্ব নিরূপণের কাজ শুরু করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে গতকাল বাংলাবাজারে আরও গিয়েছিলেন শিক্ষাসচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মোজাম্মেল হক খান